দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

কলারোয়ায় একই প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন সূচিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত!

■ কলারোয়া (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

কলারোয়ায় অনিয়মের মাধ্যমে ম্যাধমিক স্তরে শুরু হওয়া পরীক্ষা একদিন পর বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণায়ের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কলারোয়া উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও কলারোয়া পৌর সদরের জিকেএমকে মডেল পাইলট হাইস্কুল, কলারোয়া গার্লস পাইলট হাইস্কুলসহ উপজেলার ৪৮টি ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০/১২টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিভিন্ন নোট গাইড কোম্পনির তৈরি করা প্রশ্নে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা নিচ্ছে। কলারোয়া পাইলট স্কুলে গত বুধবার বাংলা পরীক্ষা হলে গত বৃহস্পতিবার গার্লস পাইলট স্কুলে বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। একই প্রশ্নে পৌর সদরসহ কয়েকটি স্কুলে ভিন্ন সূচিতে পরীক্ষা নেয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছে এ সব বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার এ ঘটনা জানাজানি হলে অবিভাভকদের চাপের মুখে কলারোয়া জিকেএমকে মডেল পাইলট হাইস্কুল ও কলারোয়া গার্লস পাইলট হাইস্কুলের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে।

কলারোয়া খোর্দ্দ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল হোসেন জানান, স্কুলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করা ঝামেলার কাজ ব্যয় বহুল। সে জন্য উপজেলার কয়েকটি স্কুল মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে একই প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ করছেন।

কলারোয়া জিকেএমকে মডেল পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রব জানান, প্রেসের ভুলের কারণে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ভুলের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা জানার পরও কেন সে বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হলো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই দিন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে অবিভাবকদের অনুরোধে আমরা পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি। নতুন করে প্রশ্ন ছাপাতে দুই দিন সময় লাগবে। এবার নতুন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের পত্রিকায় কিছু না লেখার অনুরোধ করেন। তিনি চা-মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথা জানান।

কলারোয়া জিকেএমকে মডেল পাইলট হাইস্কুলের সভাপতি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লাল্টু জানান, তিনি বিষয়টি জানেন না। অনিয়ম হলে মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেবেন।

কলারোয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ বলেন, কিছু ব্যক্তি আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য এ সব ষড়যন্ত্র করছে। একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

কলারোয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। শিক্ষার সাথে কোনোপ প্রকার বাণিজ্যকরণ হতে দেয়া হবে না। এ বিষয়ে তিনি দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন।